বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করতে বিজ্ঞাপন বন্ধের দাবী

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে, বিজ্ঞাপন বন্ধে প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়’ শীর্ষক ওয়েবিনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা এগারোটায় এই র্ভাচুয়াল সভা শুরু হয়। সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সভায় অংশ গ্রহন করে। ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও নতুন ধূমপায়ী তৈরি বন্ধে প্রচারণার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন জরুরী বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ধূমপান মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণা বন্ধ করার দাবী জানিয়েছেন তামাক বিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আইনে নিষিদ্ধ থাকলেও কোম্পানীগুলো বিভিন্ন অপকৌশলে বিজ্ঞাপন প্রচার অব্যাহত রেখেছে। নতুন নতুন ধূমপায়ী তৈরি হলে ধূমপানমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে না। আমাদের হাতে অনেক গুলো টুলস আছে সেগুলো দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রতিরোধে করা যায়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন মেয়র এ্যালাইন্স ফর হেলদি সিটির সদস্য সচিব ও মানিকগঞ্জ পৌর মেয়র গাজী কামরুল হুদা সেলিম।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট(বাটা), এইড ফাউন্ডেশন, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব, টিসিআরসি ও ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের উদ্দ্যোগে এবং দ্যা ইউনিয়নের সহযোগীতায় এই র্ভাচুয়াল সভায় ডাব্লিউ বিবি ট্রাস্টের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা অনন্যা রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় অতিথি ছিলেন দ্যা ইউনিয়নের কারীগরি পরার্মশক মাহাবুবুল আলম তাহিন। এইড ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী তারিকুল ইসলাম পলাশ, আর্ন্তজাতিক সংস্থা সিটিএফকে প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর মাসুদ, নাটাবের প্রকল্প সমন্বয়কারী খলিল উল্লাহ,টিসিআরসি প্রকল্প ব্যবস্থাপক ফারহানা জামান লিজা।

জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে সভায় সাফ, ইপসা, রাণী, টিসিআরসি, সিয়াম, পদ্মা, সিয়াম, এসিডি, এইড, ডাস, সাবলম্বি, আশ্রয়, ডিডিপি, টোবাকো কন্ট্রোল লিডারস ইন বাংলাদেশ, বিসিসিপি, ম্যাক

বাংলাদেশ, মৌমাছি, আলো, পিডিএস, সপ্নডানা, ওয়াল্ড ক্যান্সার সোসাইটি, সূচিতা, বিএনটিটিপি, বউকস, অগ্রদূতসহ ছাত্র-ছাত্রী ও সেচ্ছাসেবক অংশ গ্রহন করেন।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তামাক পন্য বিক্রয়ে আলাদা লাইসেন্সিং ব্যবস্থা করা জরুরী। লাইসেন্সিংয়ের আওতায় নিতে পারলেই যত্রতত্র তামাক পন্য বিক্রয় এবং প্রচারণা বন্ধ করা সম্ভব। নতুন ধূমপায়ী সৃষ্টি না হলেই প্রধানমন্ত্রীর তামাকমুক্ত বাংলাদেশ সম্ভব হবে। বক্তারা বলেন তামাক কোন উপকারী পন্য নয় যে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। দেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও ধূমপানমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ জরুরী।

বাজেট বাস্তবায়নে অতীতে ব্যর্থ হইনি, ভবিষ্যতেও হবো না: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন আগামীতে দেশের সামনে যে সংকটই আসুক না কেন আওয়ামী লীগ সরকার তা শক্তভাবে মোকাবিলা করবে। আজ সোমবার জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর ভাষণ দেওয়ার সময় এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এ সময় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন।

এসময় করোনা পরিস্থিতিতে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় ক্ষমতাসীন সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রস্তাবিত বাজেটে বিভিন্ন খাতের বরাদ্দ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার দেশে কোনো সংকট হতে দেবে না। আমরা বাজেট বাস্তবায়নে অতীতে ব্যর্থ হইনি, ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হবো না। আমরা কখনও হতাশায় ভুগি না। যে বাজেট দেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নে আমরা সক্ষম হবো।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ব মানদণ্ডে আমাদের শক্তিশালী অবকাঠামো আছে।

চলতি জুন মাসেও আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৫ বিলিয়ন ডলারের ওপরে। তাই যত বাঁধাই আসুক, তা অতিক্রম করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, এগিয়ে যাচ্ছে।’
প্রস্তাবিত বাজেটকে উচ্চাভিলাষী অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতি একটি ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শুধু আমরা না, সারা পৃথিবীতেই এই অবস্থা। এ পরিস্থিতির মধ্যেই আমাদের বাজেট দিতে হয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও একটা বিরূপ প্রভাব পড়েছে। কিন্তু আশা করি ২০২১ সালে বিশ্ব ধীরে ধীরে করোনার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসবে। আমরা আশাবাদী যে, উত্তরণ ঘটবে। এ কারণেই উচ্চাভিলাষী বাজেট দিয়েছি।

বক্তব্যকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এ সরকারের বিভিন্ন প্রস্তুতির কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা করোনা মোকাবিলা করছি, ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলা করেছি। আগামীতে বন্যা আসবে, সেটাও মোকাবিলা করতে হবে। এর জন্য প্রস্তুত আছি। আগে থেকে প্রস্তুত থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায়।

করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে এতে মৃত্যুহার কম উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোনো মৃত্যুই কাম্য নয়, গ্রহণযোগ্য নয়, আমরা এটা চাই না। আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া যায়। মানুষও নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। করোনায় আমাদের মৃত্যুর হার ১.২৬ শতাংশ, যেখানে ভারতে তা ৩.০০ ও পাকিস্তানে ২.০৮ শতাংশ। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আমরা মৃত্যুর হার নিম্ন রাখতে সক্ষম হয়েছি।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, করোনা পরিস্থিতেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর তেমন ক্ষতি হয়নি, যা প্রকৃতিক দুর্যোগে হয়। আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে হয়তো করোনার প্রতিষেধক চলে আসবে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। আমরা করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১ লাখ ৩ হাজার ১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্য নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি অব্যাহত থাকবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। অর্থনৈতিক অগ্রগতি

অব্যাহত রাখতে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে। সূত্র-যুগান্তর

বড় পরিবর্তন ছাড়াই সংসদে অর্থ বিল-২০২০ পাস

বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন ছাড়াই জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে অর্থবিল-২০২০। প্রস্তাবিত ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বাজেটে বড় কোনো পরিবর্তন হয়নি, তাই অর্থ বিলেও কোনো পরিবর্তন আসেনি। এই প্রথম প্রস্তাবিত বাজেটে কোনো রকম পরিবর্তনের ঘোষণা না দিয়েই অর্থ বিল জাতীয় সংসদে পাসের জন্য অনুরোধ করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

সোমবার জাতীয় সংসদে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী অর্থ বিল-২০২০ জাতীয় সংসদে পাসের জন্য ভোটে দিলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। সকালে সংসদের মুলতবি অধিবেশন শুরু হলে সরকারি ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা বাজেটের ওপর আলোচনা করেন। পরবর্তীসময়ে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন।

এর আগে জাতীয় সংসদের সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা অর্থ বিলের বিভিন্ন অংশের সংশোধনী প্রস্তাব এনে বক্তব্য রাখেন।
সংসদ সদস্য পীর ফজলুর রহমান, কাজী ফিরোজ রশিদ, মুজিবুল হক, আবুল হাছান মাহমুদ আলী, আলী আশরাফ, মশিউর রহমান রাঙার অর্থ বিলের ওপর আনা কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেন অর্থমন্ত্রী।

মঙ্গলবার ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বাজেট পাস হবে। এবং ১ জুলাই বুধবার থেকে নতুন বাজেট কার্যকর হবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, সংসদ সদস্যরা অনেক স্ট্যাডি করে অর্থ বিল-২০২০ এর উপর বিভিন্ন সংশোধনী এনেছেন। আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যে সংশোধনীগুলো গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হলো- সংসদ সদস্য পীর ফজলুর রহমান অর্থ বিলের দফা-৮, ১৬ এবং ৫৪ এর

সংশোধনী প্রস্তাব। সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ অর্থবিলের দফা- ৮, ১৬, ১৮, ৫৪ এর সব সংশোধনী প্রস্তাব।

এছাড়া সংসদ সদস্য মো. মুজিবুল হক অর্থ বিলের দফা-১৭, ১৮, ৩৯, ৪৩ এবং তফসিল ২ এ যে সব সংশোধনী প্রস্তাব। সংসদ সদস্য আবুল হাসান মাহমুদ আলীর অর্থ বিলের দফা-১৮ এবং ৫১। সংসদ সদস্য অধ্যাপক আলী আশরাফ অর্থ বিলের দফা-৫৪, ৬২, ৭০, ৭১ এবং সংসদ সদস্য মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা অর্থ বিলের দফা-১৫, ৭৩, ৭৬, ৮০, ৮১ তে যে সব সংশোধনী এনেছেন সেগুলো গ্রহণ করেছি। পরবর্তীসময়ে এগুলো ভোটে দিলে তাও কণ্ঠভোটে পাস হয়।

অর্থমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে সারা বিশ্ব একটি ক্রান্তিকাল পার করছে যেখান থেকে আমরাও পরিত্রাণ পাইনি। পৃথিবীর অর্থনৈতিক এলাকায় সময়টি একটি অস্বাভাবিক সময়। স্বাভাবিক সময় হলে আমরা সদস্যদের প্রস্তাবনার অনেক কিছু বিবেচনা করতে পারতাম। কিন্তু এবারের পরিস্থিতির সার্বিক বিবেচেনায় সদস্যদের আনা বাকি সংশোধনী প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করতে পারলাম না বলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

বাজেটের ওপর সমাপনী বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, এবারের বাজেট মানুষের জন্য, তাই সব জেনেশুনেই আমরা কঠিনকে ভালোবেসেছি। আমরা বিশ্বাস করি এবারের বাজেট বাস্তবায়নে সক্ষম হবো।

তিনি বলেন, বাজেট বাস্তবায়ন কঠিন কিছু নয়। অতীতের সব বাজেটই বাস্তবায়ন করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। এবারের বাজেটও সরকার বাস্তবায়নে সক্ষম হবে।

গত ১১ জুন জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থ-বছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। প্রস্তাবিত বাজেটে জিডিপির ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেটে মোট দেশজ উৎপাদন- জিডিপিতে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এতে ২০২০-২১ অর্থ-বছরের জন্য রেকর্ড জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ২ শতাংশ। রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। বাজেটে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপির ৬ শতাংশ।

করোনা পরীক্ষার ফি নির্ধারণ : বুথে লাগবে ২০০, বাসায় ৫০০

বিনামূল্যে আর থাকছে না সরকারিভাবে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরীক্ষার আরটি-পিসিআর টেস্ট। পরীক্ষা ফি নির্ধারণ করে পরিপত্র জারি করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

এখন থেকে বুথে গিয়ে নমুনা দিয়ে পরীক্ষা করানোর জন্য ২০০ টাকা লাগবে। হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের নমুনা পরীক্ষার জন্যও লাগবে একই পরিমাণ টাকা। তবে বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করানোর জন্য দিতে হবে ৫০০ টাকা।

পরিপত্র অনুযায়ী, এ বাবদ আদায় করা টাকা সরকারি কোষাগারে যাবে। এতে আরও বলা হয়, বীর মুক্তিযোদ্ধা, দুস্থ ও গরিব রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সরকারি আদেশ বহাল থাকবে। আর চিকিৎসা সুবিধা বিধিমালার আওতায় সরকারি কর্মকতা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বহাল থাকবে।
নতুন করোনাভাইরাস শনাক্তে শুরু থেকেই আরটিপিসিআর পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৬৮টি ল্যাবরেটরি চালু হয়েছে। আর এই পর্যন্ত পিসিআরে মোট পরীক্ষা করা হয়েছে সাত লাখ ৩০ হাজার ১৯৭টি নমুনা।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪০১৪ জনের করোনা শনাক্ত

গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে নতুন করে আরও ৪০১৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। ফলে মোট

শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার ৮০১ জনে।

আজ সোমবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৪৫ জনের। এ নিয়ে মোট মৃত্যু হলো ১৭৮৩ জনের। সূত্র-যুগান্তর

বুড়িগঙ্গা ট্রাজেডির দিনে ৪৫ জনের প্রাণ কাড়ল করোনা

বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চডুবির ঘটনার দিনে করোনাভাইরাসে দেশে আরও ৪৫ প্রাণ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৭৮৩ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৪ হাজার ১৪ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৪১ হাজার ৮০১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৫৩ জন এবং মোট সুস্থ ৫৭ হাজার ৭৮০ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীর স্ত্রীর মৃত্যু

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের স্ত্রী লায়লা আরজুমান্দ বানু মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

সোমবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন তিনি মারা যান। লায়লা আরজুমান্দ বানু ২ মেয়ে, এক ছেলে রেখে গেছেন। মন্ত্রীর ছেলে এ টি এম মাজহারুল হক তুষার যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আজ বাদ জোহর গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় কবরস্থানসংলগ্ন মাঠে মরহুমার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১৩ জুন মন্ত্রী ও মন্ত্রীর স্ত্রী লায়লা আরজুমান্দ বানু সিএমএইচে ভর্তি হন। মোজাম্মেল সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে গেলেও লায়লা আরজুমান্দ বানুর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে সিএমএইচে রাখা হয়। অবশেষে তিনি করোনার কাছে হেরে না ফেরার দেশে চলে গেলেন।

১৯৪৯ সালের ৬ জানুয়ারি লায়লা আরজুমান্দ বানু গাজীপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম শেখ মোবারক জান ও মাতার নাম লাল বানু। ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ লায়লা আরজুমান্দ বানু ১৯৭৪ সালের ১৬ এপ্রিল আ ক ম মোজাম্মেল হকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সুত্র-যুগান্তর

বিদ্যুতের ‘ভুতুড়ে বিল’ সংশোধন হচ্ছে

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে তৈরি করা বিদ্যুতের ভুতুড়ে বিল নিয়ে জনমনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, সেটির নিরসন করা হচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ বিল দ্রুত সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। সোমবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর-পর্বে তিনি জানান, ত্রুটিপূর্ণ বিল ঠিক করাসহ বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ে ৬ দফা পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রাম-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহফুজুর রহমানের প্রশ্নের জবাবে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী সংসদকে জানান, বাংলাদেশে কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হওয়ায় সরকার ২৬ মার্চ থেকে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা এবং এলাকাভিত্তিক লকভাউন কার্যকর করে। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে আবাসিক গ্রাহকদের ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের বিদ্যুৎ বিল সারচার্জ ছাড়া ৩০ জুনের মধ্যে পরিশোধের সুযোগ দেয়া হয়। ফলে অধিকাংশ গ্রাহক বিল পরিশোধ হতে বিরত থাকায় বিপুল পরিমাণে বকেয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

বকেয়া বিল আদায়ের বিষয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বকেয়া বিল আদায়ের লক্ষ্যে যেসব কার্যক্রম নেয়া হয়েছে, তা হলো– কয়েক মাসের ইউনিট একত্র করে একসঙ্গে অধিক ইউনিটের বিল না করা, মাসভিত্তিক পৃথক পৃথক বিদ্যুৎ বিল তৈরি করা, একসঙ্গে বেশি ইউনিটের বিল করে উচ্চ ট্যারিফ চার্জ না করা, ত্রুটিপূর্ণ বা অতিরিক্ত বিল দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা করা, মে মাসের বিদ্যুৎ বিল (যা জুন মাসে তৈরি হচ্ছে) মিটার দেখে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা এবং মোবাইল, বিকাশ, জি-পে, রবিক্যাশ, অনলাইনে ঘরে বসে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি। সূত্র-যুগান্তর

সংসদের মুলতবি অধিবেশন শুরু

৫ দিন বিরতির পর সংসদের মুলতবি অধিবেশন শুরু হয়েছে। সোমবার বেলা ১১টায় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। এর পর প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপন করা হয়।

অধিবেশনে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের বার্ষিক প্রতিবেদন উত্থাপন করেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন। আজ অর্থবিল ও আগামীকাল সোমবার মূল বাজেট পাস হওয়ার কথা রয়েছে।

চট্টগ্রাম-৩ আসনের মাহফুজুর রহমানের প্রশ্নের জবাবে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সংসদকে জানান, বিদ্যুতের বকেয়া বিল আদায়ের লক্ষ্যে কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। তা হলো- কয়েক মাসের ইউনিট একত্র করে একসঙ্গে অধিক ইউনিটের বিল না করা, মাসভিত্তিক পৃথক পৃথক বিদ্যুৎ বিল তৈরি করা, একসঙ্গে অধিক ইউনিটের বিল করে উচ্চ ট্যারিফ চার্জ না করা, ত্রুটিপূর্ণ বা অতিরিক্ত বিল দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা করা, মে মাসের বিদ্যুৎ বিল (যা জুন মাসে তৈরি হচ্ছে) মিটার দেখে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা এবং মোবাইল, বিকাশ, জি-পে, রবিক্যাশ, অনলাইনে ঘরে বসে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি।

সরকারি দলের এমপি নুরুন্নবী চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে খনিজ জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ২৭টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে বর্তমানে ২০টি থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হবে। প্রসেস প্ল্যান স্থাপন করে ভোলা নর্থ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন করা যাবে। রূপগঞ্জ ও সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। বাকি ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের সীমিত গ্যাস মজুদ, কমার্শিয়াল ভায়াবিলিটি, আইনগত জটিলতা ইত্যাদি বিবেচনায় গ্যাস উত্তোলনের বিষয়টি পুনঃমূল্যায়ন প্রয়োজন।

এর আগে গত ১০ জুন বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। ১১ জুন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল নতুন অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর পর দুদিনের জন্য অধিবেশন মূলতবি করা হয়।
গত ১৫ জুন নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল পাস হয়। এর পর বিরতি দিয়ে গত ২৩ জুন এক কার্যদিবস চলার পর এই অধিবেশন মুলতবি দেয়া হয়। আগামী ৯ জুলাই বাজেট অধিবেশন শেষ হতে পারে বলে জানা গেছে। সুত্র-

যুগান্তর

বুড়িগঙ্গার পাড়ে কান্নার রোল, নিহত বেড়ে ৩০

রাজধানীর বুড়িগঙ্গায় যাত্রীবাহী লঞ্চডুবির ঘটনায় শ্যামবাজার এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এখন পর্যন্ত ৩০ জনের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ও কোস্ট গার্ড।

নিখোঁজ অন্যদের উদ্ধারে এখনও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সোমবার সকালে সদরঘাটের শ্যামবাজার পয়েন্টে ময়ূর-২ নামের লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে যায় মর্নিং বার্ড লঞ্চ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ও কোস্ট গার্ড। তাদের সঙ্গে উদ্ধারকাজে যোগ দিয়েছেন স্থানীয়রাও।

এখন পর্যন্ত ৩০ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩ জন পুরুষ, ৫ জন নারী ও ২ জন শিশু।

এদিকে লঞ্চডুবির খবর পেয়ে শ্যামবাজার এলাকায় ছুটে আসছেন স্বজনরা। তাদের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

ডুবে যাওয়া লঞ্চের যাত্রীদের এক স্বজন বলেন, লঞ্চডুবির ঘটনায় আমার চাচি, চাচাতো ভাই ও বড় ভাই নিখোঁজ রয়েছেন। খবর পেয়ে আমি মুন্সীগঞ্জ থেকে ছুটে এসেছি। তবে এখনও তাদের সন্ধান পাইনি।

ঢাকায় ডাক্তার দেখাতে আজ সকালে মুন্সীগঞ্জ থেকে তার আত্মীয়রা মর্নিং বার্ড লঞ্চে উঠেছিলেন বলে জানান তিনি।

আরেক স্বজন বলেন, আমার মামাতো বোন ও তার দুই সন্তান নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের সন্ধানে আমি এসেছি।

তিনি বলেন, আমার মামাতো বোন পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকেন। গ্রামের বাড়ি থেকে সন্তানদের নিয়ে তারা আজ ঢাকায় ফিরছিলেন।

সূত্রে জানা গেছে, সকাল পৌনে ৮টার দিকে মর্নিং বার্ড লঞ্চটি অর্ধশতাধিক যাত্রী নিয়ে মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসে। পথে শ্যামবাজার পয়েন্টে ময়ূর-২ নামের লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে ডুবে যায় সেটি।

কেরানীগঞ্জের একটি ডকইয়ার্ড থেকে মেরামত শেষে ময়ূর-২ নদীতে নামানোর সময় ওই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

তবে ডুবে যাওয়া লঞ্চটি থেকে কয়েকজন যাত্রী সাঁতরে পাড়ে উঠলেও অন্যরা তলিয়ে যান বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

বিআইডব্লিউটিএর যুগ্ম পরিচালক (বন্দর) একেএম আরিফ উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, সকাল ৯টার দিকে মুন্সীগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা মর্নিং বার্ড লঞ্চটি সদরঘাটে বার্দিং করার আগ মুহূর্তে চাঁদপুরগামী ময়ূর-২ লঞ্চটি ধাক্কা দেয়। এতে সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক ছোট মর্নিং বার্ড লঞ্চটি ডুবে যায়। এ সময় লঞ্চটিতে কমপক্ষে অর্ধশতাধিক যাত্রী ছিলেন বলে জানান তিনি। সূত্র-যগান্তর